بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-১১/০২ | শুক্রবার, ১৩ জিলকদ, ১৪৪১ হিজরী | ০৩/০৭/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পাটশিল্পকে ধ্বংস করার আত্মঘাতী অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করে বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকার কাফির সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের জঘন্য রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পশ্চিমাদের ভুল নিতিমালা অন্ধ অনুসরণ করে দীর্ঘ লকডাউনে যখন দেশের অর্থনীতি বিধ্বস্ত ও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার ঠিক তখনি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাটকলগুলি বন্ধ করে দেয়ার এবং ২৫,০০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকার বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পাটশিল্পের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছে। পশ্চিমা কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান-বিশ্বব্যাংকের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে আমাদের পাটশিল্পকে চিরতরে শেষ করে দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ঠান্ডা মাথায় এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে, যে বিশ্বব্যাংক ২০০২ সালে বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল হিসেবে পরিচিত আদমজী পাটকলকে বন্ধ করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, এবং বর্তমানেও বিভিন্ন পুনর্গঠন কর্মসূচির নামে এই খাতকে আরো সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল সরকারকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। যদিও আমরা যথেষ্ট ভাগ্যবান যে, আমাদের নিজস্ব শক্তিশালী পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প রয়েছে, কারণ আমাদের কৃষকেরাই পাটশিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে থাকে, অথচ বর্তমান বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠী এই স্বনির্ভর শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত পুনর্গঠন মডেল অনুযায়ী তৈরি পোশাক শিল্প (আর.এম.জি) খাতে বিনিয়োগ আরও বাড়াতে যাচ্ছে, যেটি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত থেকে কাঁচামাল আমদানির উপর নির্ভরশীল! তাদের উদ্দেশ্য এখানে অত্যন্ত পরিষ্কার, অর্থাৎ আমাদের বুনিয়াদি উৎপাদন শিল্পটির মেরুদন্ড ভেঙে দেয়া এবং আমাদের অর্থনীতিকে তৈরি পোশাক শিল্পের মতো খাতের উপর অধিক নির্ভরশীল করে তোলা, যেটি প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠীর দয়ায় বেঁচে আছে-যদিও সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমা পোশাক ক্রেতারা নির্বিচারে ক্রয়াদেশ বাতিল করার কারণে অনেকগুলো পোশাক তৈরির কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এটা প্রকাশিত হয়ে গেছে যে, এই খাতটি কতখানি দুর্বল। সুতরাং, বর্তমান দালাল শাসকগোষ্ঠী তাদের বিশাল দুর্নীতি ও ইচ্ছাকৃত লোকসানের বোঁঝা শ্রমিকদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে জোরপূর্বক দারিদ্রতার দিকে ঠেলে দিয়ে এবং বিশ্বব্যাপী পাটজাত পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে উপেক্ষা করে যখন এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে অবহেলা করছে, তখন এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, ভারতে নিত্য নতুন পাটকল চালু হচ্ছে এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান আফ্রিকার ও মধ্যপ্রাচ্যের ক্রেতাগণ সেখানে চলে যাচ্ছে। জনগণের কাছে এখন সামগ্রিক চিত্রটি পরিষ্কার - ১৯৯৪ সাল থেকে এই বিশ্বব্যাংক "জুট সেক্টর এডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট (জে.এস.এ.সি)"-এর অধীনে ঋণ হিসেবে বাংলাদেশের দুর্নীতিগ্রস্থ ধারাবাহিক সরকারগুলোকে হাজার হাজার কোটি টাকা প্রদান করেছে, তবে এই শিল্পকে শক্তিশালী করতে নয়, বরং দেশের সার্বভৌমত্বকে বিলিন করার কাফির সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠীর আঞ্চলিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে।

হে দেশবাসী, পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের ক্রটিযুক্ত অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে দুর্বল করার লক্ষ্যে দুর্বৃত্তগোষ্ঠী এক হয়ে তাদের জঘন্য রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পদ্ধতিগতভাবে তারা পাটের মতো সম্ভাবনাময় শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, যাতে করে টেকসই শিল্পায়ন সম্ভব না হয়, এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ও আর.এম.জি কারখানার মাধ্যমে বাংলাদেশকে শুধুমাত্র কুফর রাষ্ট্রসমূহের উৎপাদন প্রদর্শনী কেন্দ্রে পরিণত করা যায়, যার মাধ্যমে কখনো আমরা শক্তিশালী বৈশ্বিক শিল্পশক্তিতে রুপান্তরিত হতে সক্ষম হব না। এমতাবস্থায়, আপনারা আর চুপ করে বসে থেকে কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল এই শাসকগোষ্ঠীর হাতে আমাদের শিল্প বুনিয়াদ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র প্রত্যক্ষ করতে পারেন না, যাদের চূড়ান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বৃটেন, ইউরোপ কিংবা আমেরিকাতে দ্বিতীয় আবাসস্থল তৈরি করা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত শাসনব্যবস্থার আদলে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃত্বে আপনাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে আরো শক্তিশালী করুন, যে রাষ্ট্র পাটের মতো বুনিয়াদি উৎপাদন শিল্পকে কেবল সুরক্ষিত ও বিকশিতই করবেনা, বরং এর পাশাপাশি সমর-ভিত্তিক ভারী শিল্পের দ্রুত বিকাশ সাধনের আকাঙ্খা এবং প্রস্তুতিও থাকবে। **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক প্রকাশিত খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৪ অনুযায়ী: *"শিল্প বিভাগ শিল্প সংক্রান্ত সকল কার্যাবলীর দায়িত্বে থাকবে, তা ভারীশিল্প হোক, যেমন: ইঞ্জিন, মেশিন, পরিবহন, পণ্যাদি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি তৈরি, কিংবা হালকা শিল্প নির্মাণ হোক। একই ভাবে, কারখানাসমূহ হোক সেটা গণমালিকানাধীন সম্পদ কিংবা ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদের অংশ, সেগুলোর সাথে সমর শিল্পের সম্পর্ক থাকতে হবে। সকল প্রকার কারখানাকে সামরিক নীতির উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করতে হবে..."*। এই প্রতিরক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি কেবল অর্থনীতিতে সম্পদ ও কর্মসংস্থানই সৃষ্টি করবে না, বরং ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

* وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ*

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন ভীতির সঞ্চার হয় আল্লাহ্'র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জাননা; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন" [সূরা আনফাল: ৬০]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ